তারিখ 22 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সহপাঠীকে পরীক্ষা দিতে না দেয়ায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জন

প্রতিনিধি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে সাময়িক বহিস্কৃত এক শিক্ষার্থীকে মাস্টার্স প্রথম পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়ায় পরীক্ষা বর্জন করেছে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

গত রোববার পরীক্ষা বর্জন করে পরীক্ষার বাইরে রাখা সহপাঠীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার দাবি জানানো হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যাচের অন্যান্য সব পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিভাগের প্রধান গোলাম রব্বানী। জানা যায়, চলতি বছরের ৯ মে রাত ৮ টায় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে অসৌজন্যমূলক অভিযোগে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল আযম ফাইনকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত ১২ মে রেজিস্ট্রার ইব্রাহীম কবীর স্বাক্ষরিত সাময়িক বহিষ্কারের নোটিসে ফাইনের অপরাধ গুরুত্বর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী উল্লেখ করে তাকে ক্লাস, পরীক্ষা ও ভর্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

অভিযোগটি তদন্তের জন্য ওই বিভাগের প্রধান গোলাম রব্বানীকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠনও করা হয়। তবে গত অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তদন্ত কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন গোলামে রব্বানী। তারপর থেকে বিষয়টি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এই বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান গোলাম রব্বানী জানান, আমি ব্যক্তিগত কারণে প্রায় একমাস আগে তদন্ত কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছি। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ না নেয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে।'

ফাহিমের সহপাঠীরা জানান, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার বাইরে রাখা উচিত নয়। এখনও যার তদন্ত হয়নি তার শাস্তি কিভাবে হয়? আমরা তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের পরই কেবল পরীক্ষায় ফিরব।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. একেএম নুর-উন-নবী বলেন, 'ওই শিক্ষার্থীর অপরাধের কারণে তার প্রাথমিক শাস্তি স্বরূপ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, যা এখনও বলবৎ রয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার জন্য অন্য শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় না বসলে নিজেদের ক্ষতি করবে। এমনকি পরীক্ষা না দিলে সবাই অকৃতকার্য বলে গণ্য হতে পারে।'